হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ১১৯৯/১৯৯৪

লুৎফর রহমান ও অন্যান্য

---- আসামী-দরখাস্তকারীত্রয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- আসামী-দরখাস্তকারীত্রয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৯.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-১২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১১.০৭.৯৪ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র রিভিশন।

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মানিকগঞ্জ কর্তৃক জি, আর, মামলা নং-০২/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৫.০৩.১৯৯৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"মামলার উৎপত্তিঃ সিংগাইর থানাধীন তালেবপুর সাকিনের জনৈক মোঃ নুরুল

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইসলাম মোল্যা পিতা-মৃত আনেছ মোল্যা ১৮.০১.৯৩ ইং রাত রাত ০৮-৩০ মিঃ সিংগাইর থানায় মৌখিক এজাহার প্রদান করিলে এই মামলার উদ্ভব হয়। *বাদীপক্ষঃ বাদীপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, ১৮.০১.৯৩ ইং মোতাবেক ৫ই মাঘ ১৩৯৯ বাংলা সোমবার সকাল অনুমান ১০/১০-৩০ মিঃ পেটকাটা বাজারে বাদীর ভাতিজা সফিকুর এর সংগে বিবাদী লুৎফর এর কথা কাটাকাটি হয় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির দাড়ি কামানোকে কেন্দ্র করিয়া। সফিকুর এর বড় ভাই তালেবপুর ইউ,পি, চেয়ারম্যান আঃ সালাম উহা থামাইয়া দেয়। ইহাতে বিবাদী লুৎফর মনক্ষুন্ন হয়। ঐ দিন বিকাল অনুমান চারটায় উক্ত আঃ সালাম লোকজন সহ গাজীখালী হইতে কাজ শেষে ফিরার পথে সকলকে বিদ্যায় দিয়া মাহাবুবকে সংগে নিয়া জয়নগর ইরতা মাঠের উত্তরে সুরেশ বক্সের বাড়ী হইতে পূর্বে রাখিয়া যাওয়া নিজ মটর সাইকেল আনিয়া বাহির হইলে বিবাদীরা হঠাৎ গায়ে থাকা চাঁদর ও জ্যাকেটের নীচ হইতে রামদা, ছোরা ও লাঠি বাহির করিয়া সামনে দাঁড়ায়। উক্ত আঃ সালাম সকালের ঘটনায় নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল না করার কথা বলিলে বিবাদী লুৎফর "খানকির পোলা তোকে মারতেইতো আইছি" বলিয়া হামলা চালায়। আঃ সালাম দৌড় দিবার উপক্রম করিলে বিবাদী ফজুল লাঠি দিয়া বাড়ি দিলে আঃ সালাম পড়িয়া যায় এবং ঐ সময় বিবাদী লুৎফর রামদা দিয়া তাহার **মা**থা বরাবর কোপ দিলে তাহা ফিরাইতে গিয়া উক্ত সালামের বাম হাতের ৪ টি আঙ্গুল কাটিয়া মারাত্মক জখম হয়। পরক্ষনে অপর একটি কোপ ডান হাতের কুমই এর উপর লাগিয়া রক্তাক্ত কাটা জখম হয়। বিবাদী মালেক ও বাঁশার লাঠি দিয়া পিটায়, উহা ফিরাইতে গিয়া মাহাবুব এর মাথায় কাটা রক্তাক্ত জখম হয়। সালাম ও মাহবুবের চিৎকারে লোকজন আসিতে দেখিয়া বিবাদীরা দৌড়াইয়া পালায়। লোকজন বিবাদী ফজলুকে ধরিয়া ফেলে এবং গনপিটুনি দিয়া উও সালামের বাড়ী নিয়া যায়। সালামকে মুমুর্ষ অবস্হায় সিংগাইর হাসপাতালে নেওয়া হইলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়া তাহাকে ঢাকা পঙ্গু (পাতা-২) হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সালামকে পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান হয়। মাহাবুবুকে চিকিৎসার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন ঢাকায় নিয়াছে। সালামের নিকট জানিয়া ও উপস্হিত লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এজাহার দেওয়া হয়।* ***বিবাদী পক্ষঃ** বিবাদী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে, বিবাদীরা নির্দোষ ও অভিযোগ মিথ্যা। সা**ক্ষীদের** দেওয়া সাজেশন হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষের মামলা এই যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে চেয়ারম্যান সালামের বিরোধ থাকায় এবং গাজীখালী প্রকল্পের কাজের চেয়ারম্যান তথা ইউপি সদস্যদের সঙ্গে বিরোধ থাকায় তাহারা চেয়ারম্যানকে গনপিটুনী দিয়াছে- বিবাদীরা আদৌ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়। আসামী ফজলুর দেওয়া মামলা হইতে বাচার জন্য এই মামলা করা হইয়াছে।* ***চার্জঃ** মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ১০/৭/৯৩ ইং সকল বিবাদীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩০৭/৩২৬/৩২৩/৩৪ ধারায় চার্জসীট (নং-৩২) দাখিল করেন। পরে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবির উপস্হিতিতে ও শুনানীতে ১১/১/৯৩ ইং বিবাদী লুৎফর এর **বিরুদ্ধে** দঃ বিঃ ৩২৩/৩২৬/৩০৭ ধারায় এবং বিবাদী ফজলু, মা**লেক** ও বাশার এর*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৩২৩/৩০৭/৩৪ ধারার অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগ পড়িয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দিলে আসামীরা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে। ***বিচার্য্য বিষয়: এই মামলায় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি বিচার্য্যঃ*** *(১) এজাহারে বর্ণিত তারিখে, সময়ে ও স্থানে আসামী লুৎফর খুন করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তালেবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সালামকে রামদা দিয়া মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দিয়া উক্ত কোপে সালামের বাম হাতের চারটি আঙুল মারাত্মক জখম করিয়া দঃ বিঃ ৩০৭/৩২৬ ধারার অপরাধ করিয়াছে কি না এবং উক্ত সালামকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে রামদা দিয়া কোপ দিয়া ডান হাতের কুনইতে জখম করিয়া দঃবিঃ ৩২৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে কি না।* *(২) একই সময়ে, তারিখে ও স্থানে আসামী ফজলু, মালেক ও বাশার উক্ত কাজে আসামী লুৎফরকে সহায়তা করিয়া দঃবিঃ ৩০৭/৩৪ ধারার অপরাধ করিয়াছে কিনা এবং উক্ত সালামকে লাঠি দিয়া পিটাইয়া ফুলা জখম করিয়া দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে কিনা।* *সাক্ষ্য গ্রহন : মামলার বাদীপক্ষ M.O ও I.O সহ মোট ৮ জন সাক্ষীকে examine করেন বাদীপক্ষ ৬ নং সাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা করেন। উক্ত সাক্ষীকে উভয় পক্ষ জেরা করেন। অন্যান্য সাক্ষীকে আসামীপক্ষ যথারীতি জেরা করেন। উক্তরূপে ০৬/২/৯৪ ইং বাদীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত ঘোষনা করিয়া আসামীগনকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা হয়। আসামীরা অভিযোগ ও সাক্ষীদের বক্তব্য মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন এবং নিজেদের নির্দোষ দাবী করেন। তাহারা সাফাই সাক্ষী দিবেন না বলিয়া জানায়। ১৭/২/৯৪ ইং উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবনান্তে রায়ের জন্য ধার্য্য করা হয়।* ***১ নং সাক্ষীঃ** এই সাক্ষী মামলার এজাহারকারী। তিনি বলেন গত জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখ সোমবার ঘটনা। অনুমান বিকাল ৪ টায় সুরেশ বক্সের বাড়ীর সামনে ঘটনা। ঘটনার দিন সকালে ইরতা বাজারে দাড়ি কামানোকে কেন্দ্র করিয়া আসামীদের সঙ্গে victim সালামের ভাই এর কথা কাটাকাটি হয়। victim পরে মিমাংসার কথা বলিয়া গনডগোল করিতে নিষেধ করে। victim তালেবপুর ইউপি চেয়ারম্যান। উক্ত ছালাম পরে মেম্বার মালেক, মাহবুব, চৌকিদার বোচাসহ এবং অনেক লোকসহ গাজীখালী নদীর খনন কাজ দেখিতে যায়। চেয়ারম্যান সুরেশ বক্সের বাড়ী মটর সাইকেল রাখিয়া যায়। বাড়ী আসার সময় সেইখান হইতে মটর সাইকেল নিয়া ঐ মাঠের নিকট পৌছাইলে আসামীরা গালিগালাজ করিয়া বাড়ী **শুরু** করে। আসামী বাসার, মালেক ও ফজলুর গায়ে চাঁদর ছিল এবং লুৎফরের গায়ে জাম্পার ছিল। লুৎফরের হাতে রামদা এবং অন্যদের হাতে লাঠি ছিল।। বাশার লাঠি দিয়া চেয়ারম্যানকে বা**ড়ি** দেয় সঙ্গে ফজলুও বাড়ী দেয়। চেয়ারম্যান পড়িয়া যায়। তখন লুৎফর দা দিয়া মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দেয়। চেয়ারম্যান বাম হাত দিয়া ফিরায় এবং হাতের চারটি আঙুল কাটিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়। লুৎফর আবার কোপ দেয় যাহা ডান হাতের বা**ঝুতে** লাগে। আসামী মালকও লাঠি দিয়া পিটায়। চেয়ারম্যানের চিৎকারে সাক্ষীরা আগাইয়া আসিলে আসামীরা পালাইয়া যায়। সাক্ষী মাহবুব ফিরাইতে গিয়া জখম হয়। চেয়ারম্যানকে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সিংগাইর হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং ডাক্তাররা সেলাই করিয়া পঙ্গু হাসপাতালে পাঠায় বলিয়া শুনিয়াছেন। খবর শুনিয়া সাক্ষী সিংগাইর হাসপাতালে যান এবং থানায় গিয়া জখমীকে পান। জখমীর পরনের কাপড় চোপড় রক্তাক্ত এবং বাম হাতের তালু ও ডান হাতের বাঝু রক্তাক্ত জখম অবস্হায় দেখেন। সাক্ষী মৌখিক জবানবন্ধি দেন। উহা পড়িয়া শুনাইলে তিনি স্বাক্ষর করেন। আদালতে সাক্ষী উহা সনাক্ত করেন exhibit ১ ও ১/১ ভিকটিম ছালামের সার্ট, লুঙ্গি, জাম্পার ও পায়ের মোজা রক্তাক্ত অবস্থায় থানায় জমা দেন। দারোগা জব্দ তালিকা তৈয়ার করিয়া সাক্ষীর স্বাক্ষর নেয়। সাক্ষী জব্দ তালিকা ও তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। exhibit: ২ ও ২/১। জখমীর বাম হাত বেকার হইয়া গিয়াছে। (পাতা-৪) সাক্ষী জেরায় বলেন ঐদিন রাত ৭/৮ টায় জখমীকে থানায় দেখেন। জখমী তাহার ভাতিজা। কাহার নিকট ঘটনা শুনিয়াছেন মনে নাই। সাক্ষ্য মাহবুব ছাত্র সুরেশ বক্সের বাড়ী হইতে মাহবুবের বাড়ী পোয়া মাইল। থানায় গিয়া জখমীর পরনে জাম্পার, প্যান্ট, দেখিয়াছেন। থানায় কাপড় বদলাইয়াছে। বদলানোর আগে দেখিয়াছেন। জখমী ছালামের গায়ে পিছনে ২/৩ টা লাঠি বাড়ি দেখিয়াছেন। মাটিতে রক্ত পড়িয়াছিল। দারোগা রক্ত মাখা মাটি নিয়াছে কিনা জানেন না। জখমীর পরনে ঐদিন জুতা ছিল। জুতা দারোগা সীজ করিয়াছে কিনা জানেন না। জখমী ছালামের কাছে শুনিয়া এজাহার দেন। ছালামের আঙ্গুল চারটা অল্প আটকা ছিল এখন নড়ে চড়ে না। আসামী ফজলু বাদী হইয়া সিংগাইর থানায় এই মর্মে মামলা করিয়াছে যে চেয়ারম্যান ছালামের পরামর্শে আসামীরা তাহার (ফজলুর) মটর সাইকেল ছিনতাই করিয়া নিয়া তাহাকে ছালামের বাড়ীতে নিয়া পিটমোড়া করিয়া বাধে। উক্ত মামলার নং ৩(১)৯৩। সিংগাইর পুলিশ ফজলুকে সন্ধ্যার পর চেয়ারম্যান এর বাড়ী হইতে উদ্ধার করে ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ মটর সাইকেল উদ্ধার করিয়াছে কিনা জানেন না। আসামী লুৎফরদের আলাদা সমাজ। ছালামের কোন আঙ্গুল কাটে নাই, ঘটনা যেইভাবে বলা হইয়াছে সেই ভাবে হয় নাই, কথিত মাঠে কোন ঘটনা ঘটে নাই এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন্দলের জন্য মিথ্যা মামলা করা হইয়াছে মর্মে আসামীপক্ষ যে সকল সাজেশন দেন সাক্ষী সেইগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। সাক্ষী আদালতে সীজকৃত কাপড় চোপড় সনাক্ত করেন material exhibit-A, A2, A3 ও A4. তিনি জেরায় বলেন চোখে কম দেখেন এবং জব্ধ তালিকা পড়িতে পারিবেন না। দারোগা সই করিতে বলিলে তিনি সহি করেন। কাপড় গুলিতে বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। ***২ নং সাক্ষী:*** *এই সাক্ষী victim এবং তালেকপুর ইউপি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন বাদী তাহার কাকা। গত জানুয়ারী ১৮ তাং সোমবার ৫ই মাঘ সকালে ইউপি অফিস হইতে ৫০/ ১০০ গজ দূরে বাজারে সেলুনে সাক্ষীর ভাই সফিকুল এর সংগে আসামী লুৎফর সহ ৩/৪ জনের কথা কাটাকাটি হয়। সাক্ষী উভয় পক্ষকে তর্ক না করার এবং পরে বিচার করার কথা বলেন। তিনি মেম্বর, চৌকিদার ও অন্যান্য লোকসহ গাজীখালি খনন কাজ দেখিতে যান। যাওয়ার সময় সুরেশ বক্সের বাড়ী মোটর সাইকেল রাখিয়া যান। বিকাল চারটার দিকে বাড়ী আসার পথে মটর সাইকেল নিয়া মাঠে নামেন। পশ্চিম দিকে হইতে তখন আসামীরা কাছে আসে। তিনজনের চাদর পরা ও লুৎফর জ্যাকেট পরা ছিল। তাহারা ঘেরাও করিয়া দাঁড়ায়। লুৎফর বলে "খানকির বাচ্চা তোমাকে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		*শেষ করতে আসছি।" সাক্ষী পিছনের দিকে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করেন। আসামী ফজলু মাঝার নীচে লাঠি দিয়া বাড়ী দিলে তিনি ইরি ক্ষেতের ড্রেনে পড়িয়া যান। লুৎফর রামদা দিয়া মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দিলে বাম হাত দিয়া ফিরান। (পাতা-৫) ঐ হাতের চারটা আঙ্গুল কাটিয়া যায়। শুধু চামড়া ঝুলিতে থাকে। পরে লুৎফর ডান হাতের পাখনায় কোপ দেয়। এবং তিনি রক্তাক্ত জখম হন । সাথে সাথে আসামী মালেক, বাশার, ফজলু লাঠি দিয়া বাইড়ায়। তিনি চিৎকাল দিলে সাক্ষী মাহবুব আসে এবং সেও জখম হয়। আসামীদের লাঠির আঘাতে। সফিকুল এর গায়ে সার্ট দিয়া হাত মোড়াইয়া হাসপাতালে সফিকুল নেয়। সিঙ্গাইর হাসপাতালে ডাক্তার, ও,সি, ও টি,এন,ওকে খবর দেন। এবং অবস্থা খারাপ দেখিয়া পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান। তাহার পূর্বে সিংগাইর থানায় নেওয়া হয়। থানায় বাদীর সঙ্গে দেখা হয়। সকলের সামনে তখন ঘটনা বলেন। ১৮/১/৯৩ ইং পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৮/২/৯৩ ইং রিলীজ হন। থানায় তাহার গায়ের জাম্পার, টেট্রনের সার্ট, লুঙ্গি, এক জোড়া মোজা রক্তাক্ত দারোগা সীজ করে। সাক্ষী আদালতে material exhibit সমূহ সনাক্ত করে। বাম হাতের তালু ও আঙ্গুল এখনো খারাপ। কাজ করে **না (অপাঠ্য)** এই সময় সাক্ষী তাহার বাম হাত দেখান) দারোগার নিকট একই কথা বলিয়াছেন। সাক্ষী জেরায় বলেন গাজীখালীতে ১০ $\frac{১}{২}$/১১ টায় পৌছেন। মাটি মাপার কাজ চলে। সংগে সফি মেম্বার, মালেক মেম্বার, আঃ রহমান, ইলিয়াস, নূর আহমেদ মেম্বার ও চৌকিদার ছিল। ইরি ক্ষেত সুরেশ বক্সোর। ড্রেন কাচা ছিল। গায়ে সার্ট, জাম্পার, পরনে লুঙ্গি ও পায়ে জুতা ছিল। সন্ধ্যা ৭ $\frac{১}{২}$ টায় থানায় যান। ঐ সময় কাপড়ের জুতা পড়ায় ছিল। ড্রেনের মাটিতে, জমিতে রক্ত ছিল। সফিকুল এর যেই শার্ট দিয়া হাত বাধা হয় তাহা দারোগা সীজ করিয়াছে কিনা জানেন না। টয়োটা গাড়িতে করিয়া সিংগাইর হইতে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়। আসামী ফজলু বাদী হইয়া সাক্ষীসহ অন্যান্যের বিরুদ্ধে ৩(১)৯৩ নং মামলা করিয়াছে সিংগাইর থানায়। ফজলুকে মারধোর করিয়া তাহার মটর সাইকেল নিয়া তাহাকে বাড়ীতে আটক করিয়া রাখার বিষয় তিনি জানেন না। পুলিশ তাহার বাড়ী হইতে ফজলুকে উদ্ধার করে কিনা জানেন না। ঐ মামলায় পুলিশ চার্জসীট দিয়াছে। ড্রেনে পড়িয়া যাওয়ার সময় জ্ঞান ছিন। হাসপাতাল হইতে আসার পর দারোগার কাছে জবানবন্দি দেন। কোথায় স্মরণ নাই। জমিতে চিৎহইয়া পড়িয়াছেন। থানায় ঘটনা বলার সময় বাদী, মালেক এবং প্রাক্তন মেম্বার আবুল হোসেন ছিল। মাটি কাটার সময় কোদানে পড়িয়া ব্যাথা পাইয়াছেন এই সাজেশন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। আসামীরা কোন মারপিট করে নাই এবং তাহার আঙ্গুলে কোন কোপ লাগে নাই ও তিনি জখম হন নাই এই সাজেশনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। আসামী ফজলুর দেওয়া কেস হইতে বাঁচার জন্য এই মিথ্যা কেস করা হইয়াছে এই সাজেশনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কথিত (পাতা-৬) ঘটনার সময় আসামী ফজলু তাহার বাড়ীতে আটক ছিল এই সাজেশন ও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন । কথিত ঘটনাই সময় তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্রাব pending থাকার সাজেশনও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গাজীখালীতে বিক্ষুব্ধ লোকজনও মেম্বর তাহাকে পিটায় এই সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। তাহাদের মামলায় জড়ানো হইবে না এই আশ্বাসে তাহারা অনাস্থা প্রস্তাব তুলিয়া*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নেয় এই সাজেশনও তিনি মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন। আসামী লুৎফরের বাদী হইয়া সাক্ষীর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়ের বিরুদ্ধে ঘর পোড়ার মামলা করিয়াছে। মেম্বরদের ভয় দেখাইয়া অনাস্থা প্রস্তাব উঠাইয়া নিয়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই আসামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার সাজেশন তিনি প্রত্যাখান করেন। *৩নং সাক্ষী: এই সাক্ষী তালেবপুর ইউপি মেম্বর। তিনি বলেন গত জানুয়ারী মাসের ১৮ তাং সোমবার ২নং সাক্ষী, মেম্বার মালেক, মাহবুব, হালিয়াস, রহমান সহ গাজীখালী নদীর মাটি কাটার কাজ দেখিতে যান। বেলা চারটায় ফিরার পথে ইরতা বল খেলার মাঠের কাছে আসিয়া তিনি ১০০ গজ দক্ষিনে তাহার ইরি ক্ষেত দেখিত যান। ২নং সাক্ষী মটর সাইকেল আনার জন্য সুরেশ বক্সের বাড়ী যায়। মটর সাইকেল নিয়া সুরেশ বক্সের গরু ঘরের নিকট পোছাইয়া ২ নং সাক্ষী চিৎকার দিয়া বলে যে, কে আছিস আমাকে মেরে ফেলে দিল। সাক্ষী গিয়া তাহাকে কোপ খাওয়া অবস্থায় ইরি ক্ষেতে পড়া দেখেন। তাহার বাম হাতের আঙুল কাটা দেখেন এবং বাম কাধে কোপ দেখেন। তখন ২নং সাক্ষীর হুশ ছিল না। সাক্ষী যাওয়ার পর আসামীরা পালাইয়া যায়। লুৎফর কোপ দিয়াছে এবং অন্যান্য আসামী লাঠি দিয়া পিটাইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন। ঐ সময় সুরেশ, মাহবুব ছিল। আসামীদের দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। ২ নং সাক্ষীকে হোন্ডায় করিয়া সিংগাইর থানায় নেওয়া হয়। তাহার জামা কাপড়ে রক্ত ভরে। সিংগাইর হইতে ঢাকা নিয়া তাহাকে চিকিৎসা করান হয়। এখনো ২ নং সাক্ষীর হাত অকেজো। দারোগার কাছে সাক্ষী দিয়াছেন। তিনি জেরায় বলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনি সুরেশ বক্সের বাড়ী যান নাই। ঘটনার মাস তিনেক পর দারোগার কাছে জবানবন্ধি দিয়াছেন। ৩০/৩/৯৩ ইং যৌথভাবে ৮ জন মেম্বর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। তিনি চাপে পড়িয়া সহি করেন। সুরেশ বক্সের বাড়ীর কাছের কেহ আজ সাক্ষী দিতে আসে নাই। মাঠের চারদিকের বাড়ীর কেহ সাক্ষী নাই। আসামী ফজলু একই তারিখের একই সময়ে তাহার হোন্ডা আটকাইয়া তাহাকে মারধোর করা হইয়াছে অভিযোগ চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা (পাতা- ৭) করিয়াছে কিনা জানেন না। ঐ তারিখের অন্য কোন ঘটনা তিনি কিছু জানে না। চেয়ারম্যানকে লোকজন নিয়া মারপিট করার সাজেশন তিনি প্রত্যাখান করেন। গাজীখালী প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন দিয়া চেয়ারম্যানকে পিটানোর সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। চেয়ারম্যানের কেসের ভয়ে অনাস্থা তুলিয়া নেওয়ার সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন আসামী ফজলু এর মামলা থেকে বাচার জন্য আপোষ রফার চেয়ারম্যান কর্তৃক এই মিথ্যা মামলা করার সাজেশন তিনি প্রত্যাখান করেন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি বিধায় আসামীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানোর সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। কথিত ঘটনার ঘটনার পরদিন চেয়ারম্যানের লোকজন আসামী লুৎফরের বাড়ীঘর পোড়াইছে এইরূপ কিছু জানেন না।* *৪ নং সাক্ষীঃ সাক্ষী বলেন তিনি তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের একজন চৌকিদার। তিনি বলেন এজাহারকারী ও আসামী উভয় পক্ষকে চিনেন। ঘটনা মাঘ মাসের ৫ তারিখ সোমবার। মালেক মেম্বর, সফি মেম্বর, মাহাবুব ও চেয়ারম্যানসহ অনেক লোক গাজীখালী নদী মাপার জন্য যাই। বিকাল ৩/৪ টায় নদী মাপিয়া ফিরেন লোকজন সহ। ইরতা মাঠের কোনায় আসিলে চেয়ারম্যান হোন্ডা আনার জন্য সুরেশ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বক্সের বাড়ী যায় এবংসাক্ষী সহ অন্যান্যরা ড্রেন দেখিতে যান। ১০০ গজ দূর হইতে চেয়ারম্যান এর চিৎকার শুনিয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাত পেচানো অবস্থায় দেখেন। ভিকটিম এর ছোট ভাই হোন্ডায় করিয়া তাহাকে হাসপাতালে নেয়। ৩/৪ জনকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। কাউকে চিনেন নাই। সিংগাইর হাসপাতাল হইতে গাড়ীতে করিয়া থানায় নেওয়া হয়। এবং কিছুক্ষণ পর সেখান হইতে পঞ্জু হাসপাতালে নেওয়া হয়। আদালতে রক্ষিত কাপড় চোপড় (material exhibit গুলি) সাক্ষী victim চেয়ারম্যানের বলিয়া সনাক্ত করেন। তিনি সীজার তালিকায় সহি করেন সাক্ষী হিসাবে। তিনি তালিকার ৩নং সহি তাহার বলিয়া সনাক্ত করেন exhibit-৩। চেয়ারম্যান ঢাকায় মাসখানেক চিকিৎসা করায়। সাক্ষী জেরায় বলেন তিনি পড়িতে জানেন না। দারোগা কাগজে সহি করিতে বলিলে তিনি সহি করেন। কোন চিৎকার শুনেন নাই এবং চেয়ারম্যানকে রক্তাক্ত অবস্হায় দেখেন নাই এই সাজেশন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। চেয়ারম্যান এর স্বার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। ***৫ নং সাক্ষীঃ*** *সাক্ষী বলে ঘটনার তাং ১৮/১/৯৩ ইং সোমবার অনুমান বিকাল ৪ টায়। চেয়ারম্যান, সফিউদ্দিন মেম্বর, মালেক মেম্বর, নুরু মেম্বর, রহমান ইলিয়াস এবং আরো লোক সহ ঐ দিন সকাল ১০ টায় গাজীখালী নদী মাপিতে যান। ফিরার পথে ইরতা মাঠের পূর্ব কোনায় পৌছাইলে এক ব্যক্তি রহমান, ইলিয়াস, মালেক মেম্বরকে ড্রেন দেখানোর জন্য ডাকিয়া নেয়। সাক্ষী চেয়ারম্যানের সংগে ছিলেন। চেয়ারম্যান মাঠের উত্তরে সুরেশ বক্সের বাড়ী হইতে হোন্ডা নিয়া আসিলে আসামীরা তাহাকে ঘোরাও করিয়া ধরে। আসামী লুৎফর এর গায়ে জেকেট এবং অন্যান্যর গায়ে চাদর ছিল। চেয়ারম্যান (পাতা-৮) চিৎকার দিলে দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন ফজলু লোহার রড় দিয়া তাহাকে বাড়ি দেয়। চেয়ারম্যান বাড়ি খাইয়া ড্রেনের পাশে ক্ষেতে পড়িয়া গেলে লুৎফর রামদা দিয়া তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দিলে চেয়ারম্যান বাম হাত দিয়া ফিরায়। ফলে তাহার বাম হাত কাটিয়া যায়। লুৎফর তাহাকে ডান হাতে আর একটি কোপ দেয়। অন্যান্য আসামী এলোপাতাড়ি পিটায়। সাক্ষী ধরিতে গেলে তাহাকে ওপিটায়। চেয়ারম্যান রক্তাক্ত জখম হয়। চেয়ারম্যানের ভাই ও লোকজন আসিলে আসামীরা উত্তর পশ্চিম কোনা দিয়া পালাইয়া যায়। শফিকুল এর সার্ট ছিড়িয়া চেয়ারম্যান এর হাত বাধিয়া তাহাকে হোন্ডায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাহাকে ঢাকায় নেয় আত্মীয় স্বজন। চেয়ারম্যান পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা করায় শুনিয়াছেন। চেয়ারম্যান এর পরনে লুঙ্গি, হাফ হাতার সোয়েটার পায়ে জুতা মুজা ছিল। সাক্ষী ডকে আসামীদের সনাক্ত করেন। দারোগার কাছে জবানবন্দি দিয়াছেন। তিনি জেরায় বলেন ক্ষেতে ও ড্রেনে কাদা ছিল। চেয়ারম্যানের কাপড়ে কাদা ভরারই কথা। চেয়ারম্যানকে লুৎফর কোপ দেয় নাই এবং চেয়ারবানের বাম হাত কাটা যায় নাই এই সাজেশন সাক্ষী প্রত্যাখ্যান করেন। আসামী ফজলু একটি কেস করিয়াছে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে শুনিয়াছেন। গার্জীখালী প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের কাজে এক একজন মেম্বর প্রকল্প চেয়ারম্যান ছিল কিনা জানেন না। ৪নং কমিটির মেম্বর আঃ মালেক খান। চেয়ারম্যান কমিটির নিকট টাকা পয়সা দাবী করিত কিনা জানেন না। মেম্বররা চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনিয়াছে কিনা জানেন না।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান ও তাদের দলবল কর্তৃক চেয়ারম্যানকে মারার সাজেশন সাক্ষী প্রত্যাখান করেন। আসামী ফজলু এর মামলা থেকে বাঁচার জন্য এই মিথ্যা মামলা করার সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। *৬ নং সাক্ষীঃ একজন মেম্বর তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের। তিনি বলেন বাদী ও আসামী উভয় পক্ষকে চিনেন। ঘটনা ১৮/১/৯৩ ইং অনুমান চারটায় ইরতা মাঠে। গাজীখালী নদী মাপিতে গিয়াছিলেন। চারটার পাঁচ মিনিট আগে ফিরেন। নুরু মেম্বর সফি মেম্বর, মন্তাজ চৌকিদার ও আরো অনেক লোক ছিল। মাঠের কাছে অন্যান্য লোক চলিয়া যায়। সাক্ষী ক্ষেতের একটি ঝগড়ার বিষয় দেখিতে যান। চেয়ারম্যান হোন্ডার জন্য সুরেশ বক্সের বাড়ী যায়। চেয়ারম্যানের ডাকে গিয়া তাহাকে বাম হাত কাটা অবস্থায় পড়া দেখেন। তাহাকে হোন্ডায় উঠাইয়া সিংগাইর মেডিক্যালে নেয়। সাক্ষী গিয়া তাহাকে হাসপাতালে পান নাই থানায় পাইয়াছেন। ঘটনার সময় চেয়ারম্যানের গায়ে সাদা সোয়েটার, সার্ট, লুঙ্গি ও জুতা মুজা ছিল। চেয়ারম্যান এর রক্তমাখা কাপড় জামা দারোগা থানায় রাখে ও সীজ করে। সীজার তালিকা পড়িয়া শুনাইলে তিনি স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী হিসেবে। তিনি স্বীয় সাক্ষর সনাক্ত করেন exhibit ৪। তিনি কোন আসামীকে দেখেন নাই। এই পর্যায়ে তাহাকে বৈরী ঘোষনা করা হয়। বাদীপক্ষের জেরায় তিনি বলেন তিনি আসামীদেরকে মারিতে দেখেন নাই। চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আসামী বাশার, ফজলু, (পাতা- ৯) লুৎফর ও মালেকের কথা বলিয়াছেন। ঘটনাস্হলে চেয়ারম্যান বলিয়াছে। আসামীদের অনুরোধে তাহাদের কথা গোপন করিয়াছেন এই সাজেশন তিনি প্রত্যাখান করেন। আসামীপক্ষের জেয়ায় তিনি বলেন তিনি মারপিট দেখেন বাই। তিনি গিয়া চেয়ারম্যানকে ড্রেনে পড়া দেখেন। তখন রহমানসহ অনেক লোক ছিল।* ***৭ নং সাক্ষীঃ** এই সাক্ষী সিংগাইর হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক ছিলেন। ঘটনার সময়। তিনি বলেন ১৮/১/৯৩ ইং বিকাল ০৫-৩০ মিঃ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে তিনি ২নং সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাহার প্রাপ্ত জখম সমূহের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন প্রাপ্ত জখম (১) one incised on the left palm from one side to another side with fracture of 2nd matacarpal bone যাহা sharp cutting weapan দ্বারা করা হইয়াছে এবং উহা grievous ছিল। ২ নং জখম one incised wound on the upper end of the right arm ৬" লম্বা যাহা sharp cutting weapan দ্বারা করা হইয়াছিল এবং simple ছিল। তিনি ০৮/০৩/৯৩ ইং সনদ দেন। তিনি তাহার সনদ ও স্বাক্ষর সনাক্ত করেন exhibit-৫ ও ৫/১। তিনি বলেন ভিকটিমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়া পঙ্গু হাসপাতালে refer করেন। তিনি জেরায় বলেন victim chairman বিধায় আগে হইতে চিনিতেন। Examine এর অনেক পরে emergency রেজিষ্ট্রার দেখিয়া জখমের বর্ণনা দিয়া সনদ দিয়াছেন। থানা হইতে চাওয়া হইলে থানায় সনদ দেন। refer এর বিষয়ে emergency এ নোট আছে। victim এর সঙ্গে পূর্ব পরিচিতির কারণে মামলার স্বার্থে মিথ্যা সনদ দিয়াছেন এই সাজেশন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ভিকটিম এর শরীরে কোন জখম না থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা সনদ দিয়াছেন এই সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৮ নং সাক্ষীঃ এই সাক্ষী মামলা আই, ও। তিনি বলেন ১৮/০১/৯৩ ইং বাদীর মৌখিক জবানবন্দি মতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২০.৩০ টায় মামলা রুজু করেন। তিনি F/R ফর্ম ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন exhibit ৬ ও ৬/১। তিনি বলেন তদন্তকালে মামনায় আটকৃত আসামী ফজলুকে জখম অবস্হায় ১নং সাক্ষীর বৈঠকখানার ঘর হইতে উদ্ধার করিয়া সিংগাইর হাসপাতালে পাঠান। তিনি তাহার তৈরী ঘটনাস্হলের খসড়া মানচিত্র ও সুচীপত্র সনাক্ত করেন যথাক্রমে এক্সিবিট ৭ ও ৮। ভিকটিম এর রক্তমাখা পুরাতন ছেড়া ঘিয়া রংয়ের উলেন স্যান্ডো সোয়েটার, রক্তমাখা পুরাতন সাদা ট্রেটন ফুলহাতা সার্ট, রক্তমাখা পুরাতন চেক লুঙ্গি ও একজোড়া বালি রক্তমাখা নাইলন মুজা জব্দ করেন। তিনি জব্দকৃত মামলামাল এবং জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। যথাক্রমে material exhibit-A1, A2, A3 ও A4 এবং exhibit-৯। তদন্তকালে সাক্ষীদের জবানবন্দী কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন এবং হাসপাতাল হইতে ভিকটিমকে পরীক্ষার সনদপত্র সংগ্রহ করেন। ধৃত আসামী ফজলুকে মুচলেকা স্বাক্ষর জামিনে দেন। তিনি মুচলেকা ও জামিন নামা সনাক্ত করেন-যথাক্রমে এক্সিবিট ১১ ও ১০। তদন্তে এজাহারভূক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ১০.০৭.৯৩ ইং চার্জসীট নং ৩২ (পাতা-১০) দাখিল করেন। তিনি জেরায় বলেন বাদীর হাজির করা মতে থানায় আলামত গুলি পান। ভিকটিম এর শরীর হইতে বা ঘটনাস্থল হইতে সেইগুলি উদ্ধার করেন নাই। ফুল হাতার সার্টের হাতা গুটান থাকতে পারে। ফুল হাতার উপর আঘাত হইলে নীচের চামড়া কাটিলে সার্টেও কাটবে। আলামত সার্টে কোন কাটা নাই। ভিকটিমকে ১৮.০১.৯৩ ইং সিংগাইর হাসপাতালে examine করেন। তখন তাহার গায়ে কোন রক্তমাখা কাপড় চোপড় ছিল না। ২১.৫০ টায় তাহাকে examine করেন। ভিকটিম এর ১৬১তে লুৎফর কর্তৃক ডান হাতের পাখনায় কোপ দেওয়ার কথা নাই। আসামী ফজলু সিংগাইর থানায় ৩(১)৯৩ নং মামলা করিয়াছে। ঐ মামলায় একই তারিখ ও সময় বলা থাকিতে পারে। ঐ মামলায় চার্জসীট দিয়াছেন। সাক্ষী মাহবুব তাহার ১৬১-তে লুৎফররের গায়ে জেকেট ছিল, ফজলু কর্তৃক লোহার রড় দিয়া বাড়ি দিতে দেখিয়াছেন, লুৎফর কর্তৃক চেয়ারম্যানকে ডান হাতে আর একটি কোপ দেওয়ার কথা বলেন নাই। Sketch map এর 'খ' চিহ্নিত বাড়ী সুরেশ বক্সের। তাহাকে examine করিয়া সাক্ষী মানিয়াছেন। "ছ" চিহ্নিত বাড়ী মৃত শাহজাহানের। তাহার ছোট ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী আছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন সাক্ষী মানেন নাই। অভিযোগ মতে কোন ঘটনা ঘটে নাই। দীর্ঘদিন সময় নিয়া মামলা দাড় করানো হইয়াছে। এবং আলামত পরে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই সব সাজেশন তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ডাক্তারী সনদ ০৮.০৩.৯৩ ইং সংগ্রহ করিয়াছেন। ভিকটিম চিকিৎসাধীন থাকায় দেরি করিয়া সনদ সংগ্রহ করিয়াছেন। মিথ্যা চার্জশীট দেওয়ার সাজেশনও তিনি প্রত্যাখান করেন। ***<u>পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ</u>*** *১। এই মামালায় মোট ৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৭ জন সাক্ষী M.O. এবং ৮ নং সাক্ষী আই,ও। বাকী ৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ২ নং সাক্ষী ভিকটিম। ৫ নং সাক্ষী ঘটনার সময় ২ নং সাক্ষীর সঙ্গে ছিলেন এবং নিজেও জখম হইয়াছেন অন্যান্য সাক্ষীরা ঘটনা শুনিয়াছেন। ভিকটিমকে দেখিয়াছেন। তাই দেখা যায় মামলার eye witness কেবল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২জন- ২নং সাক্ষী ও ৫ নং সাক্ষী। ২ নং সাক্ষী সিংগাইর থানাধনি তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ৫নং সাক্ষী একজন ছাত্র। *২। ঘটনার তারিখ সব সাক্ষী মোটামুটি একই অর্থাৎ ১৮.০১.৯৩ ইং বলিয়াছেন। সময় অনুমান বিকাল ৪টা এবং স্থান ইরতা মাঠের উত্তর কোনা ইহাও সাক্ষীরা বলিয়াছে। ১নং হইতে ৬নং সাক্ষীর বক্তব্যে উক্ত বিষয়ে কোন contradiction আসে নাই। FIR ফর্মে ঘটনাস্থল ইরতা মাঠের উত্তর কোন এবং সময় অনুমান ১৬.০০ টা বলা আছে। এজাহারেও ঘটনার তাং ১৮.০১.৯৩ ইং স্থান ইরতা মাঠের উত্তর কোনে এবং সময় অনুমান বিকাল চারটা বলা আছে। তাই দেখা যায় এই বিষয়ে কোন (পাতা ১১) Contradiction পরিলক্ষিত হয় না। তাই দেখা যায় P.O. properly identified.* *৩। ১নং সাক্ষী বলিয়াছেন ভিকটিম আঃ সালাম তালেবপুর ইউপি চেয়ারম্যান। গাজীখালী নদীর মাটি কাটার কাজ পরিদর্শন শেষে বাড়ী ফিরার পথে ইরতা মাঠের উত্তর কোনায় সুরেশ বক্সোর বাড়ী হইতে স্বীয় মটর সাইকেল আনিয়া বাহির করার পর আসামীরা তাহাকে আক্রমন করে। ২নং সাক্ষী খোদ ভিকটিম এবং ৩ নং, ৪নং, ৫নং, ৬নং সাক্ষীর প্রত্যেকে অনুরূপ বক্তব্য আদালতে পেশ করিয়াছেন। ভিকটিম মাটি কাটার কাজ দেখিতে যান নাই কিংবা সুরেশ বক্সোর বাড়ী হইতে মটর সাইকেল আনিতে যান নাই এবং মটর সাইকেল নিয়া ফিরার সময় তাহাকে আক্রমন করা হয় নাই-এই সব বিষয়ে আসামীপক্ষ বিভিন্ন সাক্ষীকে যদিও specific suggestions দিয়াছেন কিন্তু এই সব বিষয়ে সাক্ষীদের নিকট হইতে কোন contradiction তাহারা আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। আসামীপক্ষ ভিকটিমকে সাজেশন দিয়াছেন যে, তিনি মাটি কাটার সময় কোদালে পড়িয়া ব্যথা পাইয়াছেন। একই সাক্ষীকে পুনরায় সাজেশন দেওয়া হয় যে তাহার আঙ্গুলে কোন কোপ লাগে নাই এবং তিনি জখম হন নাই। এই দুইটি সাজেশনও পরস্পর বিরোধী। একই সাক্ষীকে আসামীপক্ষ পুনরায় সাজেশন দিয়াছেন যে গাজীখালীতে বিক্ষুব্ধ লোকজনও মেম্বররা তাহাকে পিটায় যাহা পুর্ববর্তী সাজেশন এর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। ৩নং সাক্ষী তালেবপুর ইউপি মেম্বর । তাহাকে আসামীপক্ষ সাজেশন দেন যে সাক্ষী বিভিন্ন লোকজন নিয়া চেয়ারম্যানকে মারপিট করেন যাহা সাক্ষ্য প্রত্যাখান করেন। ৬ নং সাক্ষীও তালেবপুর ইউপি এর একজন মেম্বর। তিনি কোন আসামীকে দেখেন নাই। এই কথা বলার পর তাহাকে বৈরী ঘোষণা করা হয় এবং আসামীপক্ষ তাহাকে ঐরূপ কোন সাজেশন দেন নাই। বাদী বলেন দায়ের কোপে ২নং সাক্ষীর বাম হাতের ৪টি আংগুল কাটিয়া যায়। ২নং সাক্ষী লাঠিতে বাড়ি খাইয়া পড়িয়া যাওয়ার পর তাহাকে কোপ দেওয়া হয়। ভিকটিম নিজেও অনুরূপ বলিয়াছেন। ৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন তিনি ভিকটিম এর চিৎকার শুনিয়া গিয়া ২নং সাক্ষীকে (অপাঠ্য) বাম হাতের আঙ্গুল কাটা ও কোপ খাওয়া অবস্থায় ইরি ক্ষেতে পড়া দেখেন। ৪নং সাক্ষী বলেন চিৎকার শুনিয়া গিয়া ২নং সাক্ষীর হাত রক্তাক্ত পেচানো (কাপড়ে) অবস্থায় দেখেন। ৫নং সাক্ষী বলেন ২নং সাক্ষীর চিৎকারে দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন বাড়ি খাইয়া উক্ত সাক্ষী ড্রেনের পাশে ক্ষেতে পড়িয়া গেলে তাহাকে কোপ দিলে বাম হাত কাটিয়া যায়। ৬ নং সাক্ষী (যাহাকে বাদীপক্ষ hostile ঘোষণা করিয়াছেন) বলেন ২নং সাক্ষীর ডাকে গিয়া দেখেন সেই সাক্ষী রাম হাত কাটা অবস্থায় পড়া। ভিকটিম সাক্ষ্য প্রদানকালে আদালতে তাহার বাম হাত দেখান।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখা গিয়াছে যে তাহার বাম হাতের তালু বরাবর বিরাট কাটা চিহ্ন এবং বাম হাতের সব কয়টি (বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া) আঙ্গুল (পাতা-১২) বাকা ও (অপাঠ্য) অবস্থায় আছে। তাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ২নং সাক্ষীর বাম হাতে আঘাত রহিয়াছে এবং তিনি কোন না কোনভাবে উক্ত আঘাত পাইয়াছেন। ৭ নং সাক্ষীর (অপাঠ্য) সাক্ষী ও (অপাঠ্য) হইতেও উক্ত আঘাত প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এখন দেখা যাক উক্ত আঘাতের জন্য আসামীরা কেহ দায়ী কিনা। *৪। এজাহার হইতে দেখা যায় ১৮.০১.৯৩ ইং (অর্থাৎ ঘটনার তারিখ) সকাল ১০টার দিকে ইরতা বাজারে দাড়ি কামানোকে কেন্দ্র করিয়া ভিকটিম এর ভাই সফিকুল এর সঙ্গে আসামী লুৎফর এর কথা কাটাকাটি হয় যাহা ভিকটিম থামাইয়া দেয় এবং আসামী লুৎফর ইহাতে (অপাঠ্য) হয়। বাদী এবং ২নং সাক্ষীও উক্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। পরে ঐদিন বিকালে ৪টায় ভিকটিম আসামীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় বলিয়া সব সাক্ষী বলিয়াছেন। বাদী ঘটনা দেখেন নাই। ভিকটিম এর নিকট শুনিয়াছেন। তিনি বলেন আসামী বাসার এর সংগে ফজলু ভিকটিমকে লাঠি দিয়া বাড়ি দিলে ভিকটিম পড়িয়া যায়। তখন লুৎফর রামদা দিয়া কোপ দেয় যাহা ভিকটিম বাম হাত দিয়া ফিরাইছে। তাহার চারটি আঙ্গুল কাটিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত জখম হয়। আসামী মালেকও লাঠি দিয়া পিটায়। ২নং সাক্ষী ভিকটিম বলেন আসামী ফজলু মাঝার নীচে লাঠি দিয়া বাড়ি দিলে তিনি ইরি ড্রেনের পাশে ক্ষেতে পড়িয়া যান এবং আসামী লুৎফর রামদা দিয়া মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দেয়। তিনি বাম হাতে উহা ফিরান এবং ঐ হাতের চারটি আঙ্গুল কাটিয়া যায়। ৩নং সাক্ষী ঐ জখম দেখিয়াছেন এবং আসামী লূৎফর কোপ দিয়াছে এবং অন্যান্য আসামী লাঠি দিয়া পিটাইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছে। ৪ নং সাক্ষী ২নং সাক্ষীকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাত পেচানো দেখিয়াছেন। তিনি সীজার তালিকার সাক্ষী। তিনি কোন আসামী কি আঘাত করিয়াছে এই বিষয়ে কিছু বলেন নাই। ৫নং সাক্ষী বলেন আসামী ফজলু লোহার রড় দিয়া বাড়ি দেয় এবং ২নং সাক্ষী বাড়ি খাইয়া ড্রেনের পাশে ক্ষেতে পড়িয়া গেলে আসামী লুৎফর রামদা দিয়া কোপ দিলে ২নং সাক্ষী বামহাত দিয়া ফিরায় ফলে তাহার বাম হাত কাটিয়া যায়। ৬ নং সাক্ষী (বৈরি ঘোষিত) বলেন তিনি গিয়া ২নং সাক্ষীকে বাম হাত কাটা অবস্থায় দেখেন। বাদীপক্ষের জেরায় তিনি বলেন ভিকটিম আসামী বাসার, ফজলু, মালেক ও লুৎফরের কথা বলিয়াছেন। তিনি অবশ্য specific ভাবে কিছু বলেন নাই। এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায় উহাতে (পাতা-১৩) বলা আছে আসামী লূৎফর ভিকটিম (২নং সাক্ষীকে) কে ডান হাতের কনুইতে আর একটি কোপ দেয়। বাদীর ২নং সাক্ষী, ৩নং সাক্ষী, ৫নং সাক্ষী উক্ত কোপের কথা বলে। ৩নং সাক্ষী অবশ্য ডান হাতের কোপ বলেন নাই তিনি জবানবন্দীতে বাম কাধে কোপ দেখার কথা বলিয়াছেন। M/C দৃষ্টে বাম হাতের তালুতে এবং ডান হাতের উপরের অংশে ধারাল অস্ত্রের আঘাতের কথা বলা হইয়াছে। আসামীপক্ষ ৭ নং সাক্ষী M/O এর নিকট হইত M/C তে বর্ণিত আঘাতে দুইটি বিষয়ে কোন contradiction আদায় করিতে পারেন নাই। তাই যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ৩নং সাক্ষী জখম দেখেন নাই কিংবা জখম বিষয়ে ঠিক বলেন নাই তথাপিও বাদী, ভিকটিম অন্যান্য সাক্ষীও ৭নং সাক্ষী (M.O) বক্তব্য হইতে ভিকটিম এর বাম হাতের তালু এবং ডান হাতের কনুইতে জখম থাকার বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫। বিভিন্ন সাক্ষীকে আসামীপক্ষ যে জেরা করেন তাহা হইতে দেখা যায় আসামী ফজলু একই তারিখ, (অর্থাৎ ১৮.০১.৯৩ ইং) একই সময় এবং তালেবপুর হাইস্কুল মাঠ (P.O) উল্লেখে ভিকটিম সহ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিংগাইর থানায় ৩(১)৯৩ নং মামলা করিয়াছে। উহাতে আসামী ফজলুকে এই মামলার ২নং সাক্ষী চেয়ারম্যানের হুকুমে মারধোর করিয়া তাহার নিকট হইতে মটর সাইকেল কাড়িয়া নিয়া তাহাকে চেয়ারম্যানের বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখার অভিযোগ আনা হইয়াছে বলিয়া রেকর্ড হইতে প্রতীয়মান। ৩(১)৯৩ নং মামলার নথী পরীক্ষান্তে দেখা গিয়াছে যে উক্ত মামলা ১৮.০১.৯৩ ইং ২৩.১৫ টায় রুজু হইয়াছে এবং উক্ত ফজলুকে পুলিশ রাত ১৯ঃ৩০ মিঃ চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়াছে। এই মামলার এজাহারে বলা হইয়াছে চেয়ারম্যানকে মারধোর করার পর উত্তেজিত জনতা আসামী ফজলুকে ধরিয়া ফেলে এবং গনপিটুনি দিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ী নিয়া যায়। এই কথা বাদীপক্ষের কোন সাক্ষী আদালতে বলেন নাই-যদিও ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এজাহারের উক্তরূপ বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় না। এই মামলার ৮ নং সাক্ষী আই,ও ফজলুকে চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে জখম অবস্থায় উদ্ধারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ৩(১)৯৩ নং মামলার নথি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সেই মামলায় আই,ও চার্জসীটে বলিয়াছেন যে আসামী ফজলু চেয়ারম্যান এর মার খাওয়া বিষয়ে মন্তব্য করায় ডান পিটুনীর শিকার হইয়াছেন। উক্ত মামলা বিচারাধীন তাই সে বিষয়ে কোন মন্তব্য (পাতা-১৪) সম্ভব নয়। তবে prima facie প্রতীয়মান হয় যে, চেয়ারম্যান মার খাওয়ার পরই ফজলু মার খায়। তাই আসামী ফজলু চেয়ারম্যানকে মারার সময় উপস্থিত ছিল না ইহাও সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। কিন্তু লক্ষনীয় এই যে, ফজলু উপস্থিত থাকিয়া থাকিলে এবং জনগন কর্তৃক ঘটনার পর ধৃত হইয়া থাকিলে সাক্ষীরা শেষোক্ত বিষয়ে কিছু উল্লেখ করে নাই কেন? তাই আসামী ফজলুর ঘটনার সময় থাকার বিষয়টিতে কিছুটা সন্দেহ থাকিয়া যায়। তাই তাহার বিরুদ্ধে লাঠি দিয়া কিংবা লোহার রড় দিয়া ২নং সাক্ষীকে পিটানোর এবং ২নং সাক্ষীকে খুন করার প্রচেষ্টায় সক্রীয়ভাবে সহায়তা করার অভিযোগে সন্দেহাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ৬। বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা হইতে দেখা যায় আসামী বাসার ও মালেক কর্তৃক ২নং সাক্ষীকে লাঠি দিয়া পিটানোর বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। কারণ ২ নং সাক্ষী উক্ত আসামীরা তাহাকে লাঠি দিয়া পিটায় উল্লেখ করিলেও এম/সি হইতে দেখা যায় ২নং সাক্ষীর শরীরে লাঠির বা (অপাঠ্য) এর কোন আঘাতের কথা বলা নাই। অন্যান্য কোন সাক্ষীও specific ভাবে (বাদী ব্যতীত) উক্ত আসামীদের দ্বারা ২নং সাক্ষীকে লাঠি পিটা করার কথা বলেন নাই। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত বলিয়া মনে হয় না। ৭। আসামী লুৎফর রহমান কর্তৃক ২নং সাক্ষীকে দা দিয়া কোপ দেওয়ার কথা মোটামুটি সব সাক্ষীই বলিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কোন সাক্ষীর নিকট হইতে আসামীপক্ষ কোন contradiction নিতে পারেন নাই। বাদী জবানবন্দীতে বলিয়াছেন লুৎফরের গায়ে জাম্পার ছিল ২নং সাক্ষী এবং অন্যান্য সাক্ষী বলিয়াছেন জেকেট ছিল। অন্যান্য আসামীদের গায়ে চাদর ছিল এই কথা সব সাক্ষী বলিয়াছে। জাম্পার ও জেকেট এই দুই কথায় তেমন কোন contradiction ও মনে হয় না। তদুপরি বাদী eye

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		witness ও নন। তাই ভিকটিম এর বক্তব্য এই ক্ষেত্রে প্রনিধান যোগ্য। উক্ত বিষয়ে ভিকটিম এর বক্তব্যের কোন contradiction আসে নাই। ফলে লুৎফরের সে সমকার গায়ের পোষাক ও দেখা যায়। identified যাহা ঘটনায় তাহার উপস্থিতির ও অংশগ্রহণের বিষয়কে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। আসামী পক্ষ ৮নং সাক্ষীকে জেরাকালে সীজকৃত সার্ট (পাতা-১৫) দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে ডান হাতায় কোন কাটা দাগ নাই যাহা ৮ নং সাক্ষী স্বীকার করেন। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তিতর্ককালে বলেন উক্ত অক্ষত সার্ট প্রমান করে যে ২নং সাক্ষীর ডান হাতে কনুই কিংবা উপরে কোন জখম ছিল না। ৮নং সাক্ষী অবশ্য জেরাকালে বলেন হাতা গুটান থাকিলে সার্ট কাটা না যাওয়ারই কথা। আদালতে সীজকৃত উক্ত সার্ট দেখানোরকালে প্রতীয়মান হইয়াছে যে উহার হাতা গুটান ছিল। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তিতর্ককালে বলেন ১৮.০১.৯৩ ইং শীতের সময় কেহ ফুল হাতার সার্ট পরিলে হাতা গুটাইয়া রাখতে পারে না। কথাটিতে যুক্তি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু উহা হইতে এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইবে না যে সেই দিন ২নং সাক্ষীর হাতা গুটান অবস্থায় ছিল না। তাই উক্ত যুক্তিতর্ক গ্রহণ করা গেল না। আদালতে সীজকৃত আলামত সার্ট, জাম্পার দেখানের সময় সেইগুলিতে blood stam এর দাগ ও কাদার দাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে ২নং সাক্ষী কাদামাটিতে ক্ষেতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আলামত সার্টে কাদার দাগ উক্ত সাক্ষ্যকে সত্য হিসাবে প্রমান করে। ২নং সাক্ষী যদিও বলিয়াছেন ফজলু এর বাড়ি খাইয়া তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন-অন্যান্য বিষয়ে (যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে) হইতে উহা সন্দেহাতীতভাবে মনে হয় না। ২ নং সাক্ষী দৌড়াইতে গিয়াও পড়িয়া যাইতে পারেন। বাড়ি খাইয়া পড়িলে অবশ্যই তাহার গায়ে বাড়ির জখম থাকিত এবং এম/সি তে তাহা আসিত। তাই আসামী লুৎফর কর্তৃক ২নং সাক্ষীকে কোপ দেওয়ার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত দেখা যায়। ২নং সাক্ষীর বাম হাতের তালুর জখমটি এমন যে উক্ত হাত এখন পর্যন্ত অকেজো যাহা দঃ বিঃ ৩২০ ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী grievous hurt । ফলে আসামী লুৎফরের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৬ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত। ২নং সাক্ষীর ডান হাতের জখমটি simple বিধায় উহা দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার আওতায় আসে। যেহেতু আসামী লুৎফরের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩২৬ ধারার অপরাধ প্রমানিত সেইহেতু দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অপরাধ মুখ্য বিবেচনায় আসে না। *৮। বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্য হইতে এবং সাক্ষ্য প্রমানে manner of the occurrence যাহা আসিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় আসামী লুৎফর ২নং সাক্ষীকে গালি দিয়া খুন করার কথা বলিয়া রামদা দিয়া কোপ দিয়াছে। সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায় মাথা লক্ষ্য করিয়া আসামী লুৎফর কোপ দিয়া ছিল যাহা ২নং সাক্ষী বাম হাত দিয়া ফিরাইলে বাম হাতের সম্পূর্ণ তালু এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটিয়া যায়। উক্ত কোপ বাম হাতের তালুতে না লাগিয়া মাথায় লাগিলে ২নং সাক্ষী মারাও যাইতে পারিত। তদুপরি ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে আসামী লুৎফর মারার কথা বলিয়া রামদা দিয়া কে কোপ দিয়াছে তাহার খুনের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তাই তাহার বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩০৭ ধারার অপরাধ প্রমাণিত দেখা যায়।* *৯। এবার দেখা যাক আসামী লুৎফরকে উক্ত কাজে সহায়তা কোন আসামী করিয়াছে কিনা। সাক্ষ্য প্রমানাদি হইতে দেখা যায় ঘটনাস্থলে আসামী বাশার ও মালেক*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপস্থিত ছিল। উক্ত বক্তব্য প্রায় সব সাক্ষীই আদালতে রাখিয়াছে। বাসার ও মালেকের সঙ্গে বাদীগণের previous কোন emematy আছে এইরূপ কোন প্রমাণ আসে নাই। বরং ঘটনার manner এবং খোদ victim ও অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, উক্ত আসামীরা ২নং সাক্ষীকে খুন করার অভিন্ন উদ্দেশ্যে আসামী লুৎফরকে সঙ্গ দান করিয়াছিল এবং আসামী লুৎফর যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে উক্ত আসামীদ্বয়ের (অপাঠ্য) শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। তাই আসামী বাসার ও মালেক দঃ বিঃ ৩০৭/৩৪ ধারায় দোষী দেখা যায়। ১০। স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়টি প্রথমেই আসে তাহা এই যে injured ব্যক্তির সাক্ষ্য খুবই মুল্যবান যদি তা সবদিক হইতে প্রমাণিত হয়-কেন না সাধারনতঃ কোন injured ব্যক্তি কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে কোন অভিযোগে জড়াইবে না এবং প্রকৃত আসামী escape করুক ইহাও চাইবে না। এই বিষয়ে (পাতা-১৭) ৪৩ ডি,এল,আর (১৯৯১) পৃষ্ঠা-৮৭-তে মহামান্য হাইকোর্টের বক্তব্য নিম্নরূপঃ "The evidence of an injured person carries (eligible) weight since the injuried person does not usually allow the culprit to escape and falsely implicate an innocent person." বাদীপক্ষ এই মামলায় ২১.০১.৯৩ ইং তারিখের "দৈনিক ইত্তেফাক" ০৬.০২.৯৩ ইং তারিখের "দৈনিক বাংলার বানী" এবং "সাপ্তাহিক আমাদের কথা" তারিখ ০৭.০২.৯৩ ইং পত্রিকার কাটিং দাখিল করেন। ঐ সব পত্রিকায় সন্ত্রাসী চক্র কর্তৃক ২নং সাক্ষী জখম হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে এবং ২নং সাক্ষী পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার আলোকচিত্র ও প্রকাশিত হইয়াছে। আসামীপক্ষ ৭ নং সাক্ষীকে জেরার এক পর্যায়ে ভিকটিমকে পঙ্গু হাসপাতালে refer করা হয় নাই বলিয়া suggestion দিয়াছেন। পত্রিকার উক্ত সচিত্র প্রতিবেদন জমা দিয়া বাদীপক্ষ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১১। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি যুক্তিতর্ক কালে বলেন যে, গাজীখালী নদীর কাজ কয়েকটি প্রকল্প ভাগ ছিল এবং প্রতিটি প্রকল্পে এক একজন ইউপি মেম্বর কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ২ নং সাক্ষী প্রকল্প চেয়ারম্যানদের তথা মেম্বরদের নিকট বখরা দাবী করায় তাহারা ৮ জন মেম্বর উক্ত ২ নং সাক্ষীর অনাস্থা আনয়ন করে। ২ নং সাক্ষী উক্ত অনাস্থা বিষয়ে মেম্বরদের পরে manage করায় তাহারা অনাস্থা তুলিয়া নেন এবং সেই কারনে আই,ও অনাস্থা তুলিয়া নেওয়ার পর মেম্বরদের জবানবন্দি রেকর্ড করিয়াছেন। ফলে সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ডে আই,ও অস্বাভাবিক delay করিয়াছেন ২নং সাক্ষীর যোগসাজসে। রেকর্ড হইতে দেখা যায় তালেবপুর ইউপি এর ৮ জন সদস্য ২ নং সাক্ষী তথা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৩০/৩/৯৩ ইং অর্থাৎ ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পর অনাস্থা আনে। আই, ও মালেক মেম্বরকে ১৯.০১.৯৩ এবং সফি মেম্বরকে ১১.০৪.৯৩ইং examine করেন। চেয়ারম্যান এর বিরদ্ধে আনীত অনাস্থা বিষয়ে চেয়ারম্যান ২২/৪/৯৩ ইং জবাব দেন এবং ০৫/৫/৯৩ ইং উক্ত বিষয়ে special meeting হয়। উক্ত মিটিং এ ৬ জন মেম্বর উপস্হিত ছিলেন এবং তাহারা সকলেই চেয়ারম্যানের বিপক্ষে অর্থাৎ অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। উক্ত মিটিংএ সফি মেম্বরও অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। কোরামের অভাবে উক্ত অনাস্থা কার্যকর হয় নাই। সফি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মেম্বর ১১/৪/৯৩ ইং আই, ও এর নিকট জবানবন্দি (পাতা-১৮) দেন। অথচ অনাস্থা প্রস্তাবে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেন উহার প্রায় ২৫ দিন পর। তাই অনাস্থা প্রস্তাব চেয়ারম্যান কর্তৃক মেম্বরদের সঙ্গে বোঝাপাড়ার পর আই, ও জবানবন্দি নেওয়ার বিষয়ে আসামীপক্ষ যে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন তাহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। *তাই দেখা যায় বাদীপক্ষ আসামী লুৎফর এর বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩২৬/৩০৭ ধারার অভিযোগ এবং আসামী মালেক ও বাসার এর বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩০৭/৩৪ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সক্ষম হইয়াছে। আসামী ফজলু এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নাই।* ***আদেশ*** *অতএব, আসামী লুৎফর-কে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারামতে দঃ বিঃ ৩২৬ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করা হইল। উত্তন জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাসের সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিতে হইবে। উক্ত আসামী লুৎফর-কে দঃ বিঃ ৩০৭ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাসের সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিতে হইবে। উভয় শাস্তি একযোগে চলিবে। উত্তম আসামী লুৎফরকে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামী মালেক ও বাসার এর প্রত্যেককে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে দঃ বিঃ ৩০৭/৩৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং একহাজার টাকা করিয়া জরিমানা করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে আরো তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিতে হইবে। উক্ত আসামীদ্বয়ের প্রত্যেককে দঃ বিঃ ৩২৩ ধারার অভিযোগ হইতে এবং আসামী ফজলুকে দঃ বিঃ ৩২৩/৩০৭/৩৪ ধারার অভিযোগ হইতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫ (১) ধারামতে খালাস প্রদান করা হইল। অন্য কোন কেসে চাহিত না হইলে আসামী ফজলুকে এক্ষনই মুক্তি দেওয়া হউক। মামলার আলামত নিয়মানুযায়ী আপীলের মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পর ধ্বংস করা হউক।* *স্বা/-মোঃ আহসান কবীর চৌধুরী* *০৫.০৩.৯৪* *অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মানিকগঞ্জ।''* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১১.০৭.১৯৯৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *''এই আপীল মোকদ্দমাটি মানিকগঞ্জের বিজ্ঞ এ,ডি,এম, কর্তৃক সিংগাইর থানার মামলা নং-২(১)৯৩, জি,আর, নং ২/৯৩, টি, আর, নং ৪৬/৯৩ ধারা বিধির ৩০৭/৩২৬/৩৪-এ প্রদত্ত ০৫.০৩.৯৪ তারিখের রায় হইতে উদ্ভূত। উক্ত রায়ে বিজ্ঞ এডিএম আসামী আপীল্যান্ট লুৎফর রহমানকে দন্ডবিধির ৩২৬ ধারায় ৩ বৎসরের সশ্রম*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কারাদন্ড ও ১,০০০/- টাকা জরিমানা ৩০৭ ধারায় ২ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/- টাকা জরিমানা এবং আসামী আব্দুল মালেক ও আবুল বাশার প্রত্যেককে দন্ডবিধির ৩০৭/৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০০০/- টাকা জরিমানার দন্ডাদেশ প্রদান করিলে উক্ত দন্ডাদেশ দ্বারা অসন্তুষ্ট ও সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীলের দরখাস্তের বর্ণিত কারণে উক্ত দন্ডাদেশ রদ, রহিত ও বাতিলের দাবীতে আপীল্যান্ট আসামীগন এই আপীল মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছে। *আপীলের দরখাস্তে বলা হয় যে, মোকদ্দমার ২নং প্রতিপক্ষ এজাহার-এ বর্ণিত ভিকটিম আব্দুস সালামের চাচা মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্যা ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখের সোমবার রাত্রি ৮ঃ৩০ ঘটিকার সময় তালেবপুর ইউনিয়নের মেম্বার আবুল হোসেন এবং মালেক সহ থানায় যায় এবং মৌখিক এজাহারে বলে যে, ঐ দিন অর্থাৎ ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখ সকাল ১০/১১-৩০ টার সময় ৫০/৬০ বৎসরের এক অজ্ঞাত ব্যক্তি প্যাটকাটা বাজারে দাড়ি কামানোকে কেন্দ্র করিয়া ভিকটিম চেয়ারম্যান আব্দুস সালামের ভাতিজা সফিকের সহিত আসামী লুৎফরের কথা কাটাকাটি হয়। ভিকটিম চেয়ারম্যান সালাম উহা থামাইয়া দিলে আসামী লুৎফর তাহার উপর মনক্ষুন্ন হয়। ঐ আক্রোশে যখন বিকাল ১৬.০০ টায় চেয়ারম্যানের সালা লোকজন সহ গাজী খালি নদী খনন প্রকল্পের কাজ দেখিয়া ফিরতেছিল এবং সকলকে বিধায় দিয়া মাহবুব সহ সুরেশ বক্সের বাড়ী হইতে মটর সাইকেল নিয়া বাহির হয় তখন জয়নগর ইরতা মাঠের উত্তর কোনে আসামী (১) লুৎফর (২) ফল (ফজলুর রহমান) (৩) মালেক (৪) আবুল বাশার নিজেদের গায়ে থাকা চাদর ও জ্যাকেটের নিচ থেকে রামদা, ছোরা ও লাঠি বাহির করিয়া সালামের সামনে দাড়ায়। চেয়ারম্যান ছালাম সকালের ঘটনার রেশ ধরিয়া নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করিতে মানা করে। এই সময় লুৎফর তাহাকে "খানকির পোলা তোকে মারতেই তো আইছি" বলিয়াই তাহাকে খুন করিবার উদ্দেশ্যে একযোগে তাহার উপর হামলা চালায়। *আসামী ফজলু হাতে থাকা লাঠি দিয়া বাড়ী মারিলে সে পড়িয়া যায়। ঠিক ঐ সময় আসামী লুৎফর তাহার হাতে থাকা রামদা দিয়া তাহার মাথা বরাবর কোপ মারিলে তাহা ফিরাইতে গিয়া সালামের বাম হাতের ৪ (চার) আংগুল কাটিয়া মারাত্মক জখম হয়। আংগুল গুলি সামান্য (রায় পাতা-২) লেগে আছে। পরক্ষনে আরেকটি কোপ ডান হাতে কনুইয়ের উপর লাগিয়া কাটিয়া রক্তাক্ত জখম হয়। আসামি মালেক ও আবুল বাশার লাঠি দিয়া সমানে পিটায়। ফিরাইতে গিয়া মাহবুবের মাথায় ফাটা রক্তাক্ত জখম হয়। আঃ সালাম ও মাহবুবের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন আসিলে দেখিয়া আসামীগন দোড়াইয়া পালায়, কিন্তু আগত জনগন আসামি ফজলুকে ধরিয়া ফেলে এবং গণপিটুনি দিয়া চেয়ারম্যান সালামের বাড়ীতে নিয়া যায়। সালামকে চিকিৎসার জন্য সিংগাইর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে পংগু হাসপাতালে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। ধৃত আসামী সেখানেই আছে।* *ভিকটিম আঃ সালামের নিকট ঘটনা জানিয়া ও উপস্থিত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ভিকটিমের চাচা মোঃ নুরুল ইসলাম (২ নং প্রতিপক্ষ) থানায় মৌখিক এজাহার দায়ের করে। অপর জখমি মাহাবুবকে ও চিকিৎসার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন ঢাকায় নিয়া যায়। নুরুল ইসলামের মৌখিক এজাহারের ভিত্তিতে সিংগাইর থানার মামলা নং-২(১)৯৩ রুজু হয়। মামলার তদন্তভার অর্পিত হয় এসআই আব্দুল মালেকের উপর।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ১০.০৭.৯৩ ইং তারিখে এই আপীল্যান্টগণ সহ সকল আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩০৭/৩২৬/৩২৩/৩৪ ধারায় অভিযোগপত্র দায়ের করে। আসামি লুৎফরের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩২৩/৩২৬/৩০৭ ধারায় এবং আসামি ফজল, মালেক ও বাশারের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩২৩/৩০৭/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগ পড়িয়া শুনাইলে আসামী নির্দোষ দাবী করে এবং বিচার প্রার্থণা করে। *সরকার পক্ষের সাক্ষীদেরকে আসামীপক্ষ কর্তৃক জেরা করার সময় প্রদত্ত প্রশ্ন এবং সাজেশনের ধারা হইতে আসামী পক্ষের যে বক্তব্য পাওয়া যায় তাহা হইল যে, আসামিগণ নির্দোষ তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। মোকদ্দমার ভিকটিম চেয়ারম্যান আঃ সালামের সহিত গাজী খালি ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের বিরোধ থাকায় তাহারা চেয়ারম্যানকে গণ পিটুনী দেয় এবং আসামী ফজলু মটর সাইকেল নিয়া যাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান ফজলুকে তাহার বাড়ীতে আটক রাখিলে পরে পুলিশ তাহাকে উদ্ধার করিলে আসামী ফজলু চেয়ারম্যান আঃ সালামের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে এবং ঐ মামলা হইতে উদ্ধর পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যান আঃ সালামের চাচা বাদী নুরুল ইসলাম এই মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছে।* *সরকার পক্ষ হইতে প্রদত্ত সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী ফজলুর আনীত অভিযোগ হইতে তাহাকে খালাস দেন এবং আপীল্যান্ট আসামীগণকে উপরোক্ত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্তে যে সমস্ত অভিযোগ অর্থাৎ আপীল দায়েরের যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছে তাহা হইল নিম্নরূপঃ* *১। আপীলকারী পক্ষ এজাহারে বর্ণিত মতে কোন ঘটনা বা আসামীদের দ্বারা আঃ সালাম আক্রান্ত হয় নাই বা জখম প্রাপ্ত হয় নাই।* *২। এজাহারে বর্ণিত সুরেশ বক্স বা কথিত ঘটনাস্থলের কোন আশেপাশের লোককে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী মানা হয় নাই কিংবা তাহারা আসিয়া কথিত ঘটনার সত্যতা সমর্থন করে নাই।* *৩। ৫নং সাক্ষী মাহাবুব একজন ছাত্র এবং অস্থানীয় ব্যক্তি। সে আসামী লুৎফরের পিতা নুরুল ইসলাম কর্তৃক সিংগাইর থানার ৫(১)৯৩ নং বাড়ী পোড়ানোর মোকদ্দমার অন্যতম আসামী হওয়ায় তাহার সাক্ষের উপর নির্ভর করা যায় না। ইহা ছাড়া কথিত তারিখে কথিত ঘটনাস্থলে তাহার কোন কারণ ছিল না। আলামত হিসাবে ঘটনাস্থলের কোন রক্ত মাখা মাটি আনায় হয়। (রায় পাতা-৩) নাই। কথিত ঘটনার তারিখ এ ভিকটিমকে থানায় নেওয়া হইলে তাহার কোন জবানবন্দি থানায় লিপিবদ্ধ করা হয় নাই সে নিজেও এজাহার দেয় নাই। পংগু হাসপাতালের কোন ডাক্তার বা সার্টিফিকেট দ্বারা ভিকটিমকে পংগু হাসপাতালে চিকিৎসা করার বিষয়ে প্রমাণ করা হয় নাই। সিংগাইর হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়াই ৩ মাস করে সার্টিফিকেট নেওয়া হইয়াছে। যাহা নির্ভরযোগ্য নহে। এজাহারকারী যওি তাহার এজাহারে বলিয়াছে যে, আসামী ফজলুকে কথিত ঘটনার সময় জনগণ গণ পিটুনি দিয়া চেয়ারম্যান আঃ সালামের বাড়ীতে আটকাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু এই কথা এজাহারকারী কিংবা ভিকটিম বা অন্য কোন সাক্ষী সাক্ষ্যদানের সময় বলে নাই। ফলে কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এজাহারে আসামী ফজলু কর্তৃক ভিকটিমকে রড দিয়া মারার কথা না বলিয়া থাকিলেও*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষীগণ তাহাদের সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ফজলু রড় দিয়া আঃ সালামকে আঘাত করিয়াছ। দরখাস্তকারী আঃ মালেক ও আবুল বাশারের বিরুদ্ধে আনীত দন্ডবিধির ৩০৭ এবং ৩৪ ধারার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদেরকে শাস্তি দিয়া বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বেআইনী কাজ করিয়াছে। ফলে উল্লেখিত ত্রুটির কারণে বিতর্কিত দন্ডাদেশ রদ রহিতের দাবী করা হইয়াছে। *<u>সিদ্ধান্তের বিষয় সমূহঃ</u>* *১। বিজ্ঞ এ,ডি,এম, মানিকগঞ্জ কর্তৃক সিংগাইর থানার মামলা নং-২(১)৯৩, জি,আর, নং ২/৯৩, টি, আর, নং ৪৬/৯৩ মোকদ্দমায় আসামী আপীল্যান্টদেরকে প্রদত্ত ০৫.০৩.৯৪ তারিখের দন্ডাদেশ আইনগত ও ঘটনাগত দিক বিশ্লেষনে যথার্থ এবং সঠিক হইয়াছে কি?* *২। বিতর্কিত দন্ডাদেশ রদ, রহিত ও বাতিলের কোন কারণ আছে কি?* *<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত</u>* *এই আপীল মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছে নিম্ন আদালতের সাজা প্রাপ্ত আসামি লুৎফর রহমান, মালেক, আবুল বাশার। এখন দেখিতে হইবে যে, নিম্ন আদালত এই আসামীদেরকে বিতর্কিত আদেশে যে দন্ড প্রদান করিয়াছে তাহা নিম্ন আদালতে প্রদত্ত সাক্ষী প্রমাণের আলোকে যথার্থ এবং সঠিক হইয়াছে কিনা।* *নিম্ন আদালতের বিতর্কিত রায় পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞ এডিএম, সাক্ষী প্রমান পর্যালোচনান্তে তাহার রায়ে উল্লেখ করেন যে, আসামী পক্ষ আত্মরক্ষামূলক যে কাহিনীর অবতারনা করিয়াছে তাহা পরস্পর বিরোধী এবং প্রমান হয় নাই। পক্ষান্তরে সরকার সাক্ষীগনের প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং অন্যান্য দালিলিক প্রমান দ্বারা তাহার নিকট ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিগত ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখে এজাহারে বর্ণিত সময়ে, স্থানে আসামি লুৎফর এজাহারে বর্ণিত ভিকটিম আঃ সালামকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো দায়ের কোপ দ্বারা মারাত্মক জখম করিয়াছে এবং একই উদ্দেশ্যে লুৎফর রহমানের দুই সহযোগী আসামী আঃ মালেক ও আবুল বাশার আঃ সালামকে তাহাদের হাতে থাকা লাঠি দিয়া মারপিট করিয়া তাহার শরীরে জখম করিয়াছে। ফলে তিনি উল্লেখিত আসামীদেরকে সংশ্লিষ্ট ধারায় দন্ড প্রদান করিয়া বিতর্কিত রায় ঘোষণা করেন। (রায় পাতা-৪)।* *বিজ্ঞ এ,ডি,এম, এর উল্লেখিত সিদ্ধান্তে আইন সংগত ও সঠিক হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপনের প্রয়োজনে এখানে নিম্ন আদালতে প্রদত্ত সাক্ষী প্রমাণের পর্যালোচনা করা আবশ্যক। সরকারপক্ষ হইতে মোকদ্দমার এজাহারকারী নুরুল ইসলাম ১নং সাক্ষী হিসাবে, এজাহারে বর্ণিত ভিকটিম আঃ সালাম ২নং সাক্ষী হিসাবে, তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সফিউদ্দিন ৩নং সাক্ষী হিসাবে স্থানীয় ব্যক্তি মোন্তাজ উদ্দিন ৪নং সাক্ষী হিসাবে, এজাহারে বর্ণিত ঘটনার কথিত সাক্ষী মাহাবুবুর রহমান ও ৫ নং সাক্ষী হিসাবে ঘটনার অপর প্রত্যক্ষ সাক্ষী আঃ মালেক ৬ নং সাক্ষী হিসাবে, কথিত ঘটনার সময় সিংগাইর থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পের কর্তব্যরত ডাক্তার রেজা জামাল কথিত ভিকটিমের চিকিৎসাকারী ৭ নং সাক্ষী হিসাবে এবং মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আই, মোঃ আঃ মালেক ৮ নং সাক্ষী হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছ এবং আসামী পক্ষ হইতে এইসব আসামীদেরকে জেরা করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে কথিত ঘটনার পর যে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভিকটিম আঃ সালামকে এজাহারে বর্ণিত মতে ঘটনার (অপাঠ্য) পরে সিংগাইর থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পের চিকিৎসা করা হইয়াছে এই মর্মে তদন্তকারী তদন্তকালে সংগৃহীত মেডিকেল সার্টিফিকেট কথিত ঘটনার সময় জখমী অপর সাক্ষী মাহাবুবুর রহমানকে যে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসা করা হইয়াছে সেই মর্মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী শাখার মেডিকেল অফিসার প্রত্যায়ন সার্টিফিকেট ভিকটিমের গায়ে রক্ত মাখা কাপড় জব্দ করার জব্দ তালিকা ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র এবং সুচি এবং এজাহারে বর্ণিত অনুসারে আসামী ফজলুর রহমানকে যে ঘটনার সময় উত্তেজিত জনগন আটক করিয়া গণ পিটুনির পর ভিকটিম আঃ সালামের বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিয়াছিল এবং পরে থানার পুলিশ উদ্ধার করিয়া তাহার মুচলেকা সম্পাদনের পর যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে এই মর্মে তাহার জব্দকৃত আসামী ফজলুর রহমানের মুচলেকা এবং উক্ত ফজলুর রহমানকে থানা হইতে মোঃ মতিউর রহমান কর্তৃক জামিনে নেওয়ার সমর্থনে দাখিলী জামিননামা ইত্যাদি দালিলিক প্রমাণ প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া এজাহারে বর্ণিত অনুসারে ফজলুর রহমানকে সিংগাইর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হইতে চিকিৎসার জন্য ঢাকা পংগু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইয়াছিল এবং সেখানে তাহার চিকিৎসা করা হইয়াছিল এই মর্মে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র যথা চিকিৎসা শেষে রোগীর অব্যাহতি এর (Discharge Letter) হাসপাতালে শীট ভাড়ার রশিদও তাহাকে উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদান সম্পর্কিত অন্যান্য কাগজ পত্রের ফটোকপি দাখিল করিয়াছে ঐ ফটোষ্টেট কপি সমূহ অবশ্য বিধান মোতাবেক প্রসিকিউশনের পক্ষ হইতে প্রদর্শনী হিসাবে করা হয় নাই তবে ভিকটিম আঃ সালামকে যে পংগু হাসপাতালে কথিত ঘটনার জখম হওয়ার পর চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং সেখানে ভিকটিম ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখ থেকে ২৮.০২.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিল এই মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগন সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। *এখন সাক্ষীগনের সাক্ষ্যের প্রাসংগিক অংশ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাহারা উল্লেখিত ৩ জন আসামী আপীলকারীগন কর্তৃক এজাহারে বর্ণিত তারিখে এজাহারে বর্ণিত স্থানে এবং সময়ে এজাহারে বর্ণিত মতে হত্যার উদ্দেশ্যে এজাহারকারীর ভাতিজা তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভিকটিম আঃ সালামকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করিয়া মারাত্মক জখম করার অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সমর্থন করিয়াছে কিনা। (রায়-পাতা-৫)।* *এজাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখ মোতাবেক ৫ই মাঘ ১৩৯৯ বাংলা তারিখে সোমবার সকাল ১০-১১/৩০ মিনিটের মধ্যে পেটকাটা বাজারে বাদীর আপন ভাতিজা ভিকটিমের ছোট ভাই সফিকুলের সহিত আসামী লুৎফরের কথা কাটাকাটি হয় জনৈক ব্যক্তির দাড়ি কাটাকে কেন্দ্র করিয়া। এই সময় সফিকের ছোট ভাই তালেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভিকটিম উক্ত ঝগড়া থামাইয়া দেয় ইহাতে আসামি লুৎফর রহমান তাহার উপর মনক্ষুন্ন হয়। একই দিন বিকাল অনুমান ৪.০০ সময় আঃ সালাম যখন লোকজন সহ গাজীখালীতে মাটি কাটা কাজ শেষ করিয়া সকলকে বিদায় দিয়া মাহাবুবুরকে সংগে নিয়া জয়নগর ইরতা মাঠের উত্তরে সুরেশ বক্সের বাড়ীতে পূর্বে রাখিয়া যাওয়া তাহার মটর সাইকেল আনার উদ্দেশ্যে বাহির হইলে এই আসামীগন*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসিয়া হঠাৎ করিয়া তাহার সামনে দাড়ায় এবং তাহাদের গায়ে থাকা চাদর ও জ্যাকেট এর নীচ হইতে রামদা, ছোরা, লাঠি বাহির করিয়া দাড়াইলে ভিকটিম সালাম সকালের ঘটনা নিয়া নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল না করার জন্য তাহাদেরকে বলিলে আপীল্যান্ট লুৎফর রহমান ভিকটিমের উদ্দেশ্যে ''খানকির পোলা তোকে মারতেই তো আইছি'' বলিয়া আঃ সালামের উপর হামলা চালায়। সালাম দৌড় দিবার উপক্রম করিলে আসামী ফজলু লাঠি দিয়া বাড়ি দিলে ভিকটিম সালাম পড়িয়া যায় ঐ সময় আপীল্যান্ট আসামী লুৎফর রামদা দিয়ে তাহার মাথা বরাবরে কোপ দিলে সালাম উক্ত কোপ হাত দিয়া ফিরাইতে গেলে তাহার হাতের ৪টি আংগুল কাটিয়া মারাত্মক জখম হয়। পরক্ষনেই লুৎফর আর একটি কোপ সালামের ডান হাতের কনুইয়ের উপর লাগিয়া রক্তাক্ত জখম হয়। অপর আসামি আপীল্যান্ট মালেক এবং বাশার লাঠি দিয়া তাহাকে পিটায়। সাক্ষী মাহাবুব ফিরাইতে গেলে তাহার কাটা জখম হয়। সালাম ও মাহাবুবের চিৎকারে লোকজন আসিয়া আসামি ফজলুকে ধরিয়া ফেলে এবং গণ পিটুনি দিয়া সালামের বাড়ী নিয়া যায়। সালামকে মুমূর্ষু অবস্থায় সিংগাইর হাসপাতালে নিয়া যাওয়া হইলে ঐ হাসপাতালে তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়া ঢাকা পংগু হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সালামকে পংগু হাসপাতালে নেয়া হয় এবং সালামকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সাক্ষী মাহাবুবকে চিকিৎসার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন ঢাকায় নিয়া যায়। *সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সকল সাক্ষীগণই এজাহারে বর্ণিত তাহাদের অবস্থান মোতাবেক ঘটনা সমর্থন করিয়াছে এবং আপীল্যান্ট আসামীগন কথিত ঘটনার সময় ভিকটিম সালামকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করিয়া মারাত্মক জখম করার বর্ণনা এজাহারে দিয়াছে তাহা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীগন বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমর্থন করিয়াছে এবং বাদীসহ অন্যান্য সাক্ষীগন ঘটনার শুনা সাক্ষী তাহারা ও তাহাদের সাক্ষ্যে উল্লেখিত মতে ঘটনা ঘটার কথা যে তাহারা শুনিয়াছে তাহা তাহার সাক্ষ্যে সমর্থন করিয়াছে। বিজ্ঞ এ,ডি,এম, সাক্ষীদের সাক্ষ্য তাহার রায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।* *১নং সাক্ষী নুরুল ইসলাম এজাহারকারী, তিনি নিজে ঘটনা দেখার কথা এজাহারে বলেন নাই। এজাহারে এবং আদালতের সাক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ঘটনার কথা শুনিয়া সিংগাইর হাসপাতালে যান এবং সেখানে গিয়া জখমী আঃ সালামকে দেখিতে পান এবং জখমী অন্যান্যদের নিকট শুনিয়া তিনি এজাহার দায়ের করেন। তিনি আরো বলেন যে, থানায় গিয়া তিনি জখমীদের রক্তাক্ত কাপড় চোপড় ও তাহার বাম হাতের তালু রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। তাহার সম্মুখে ভিকটিমের রক্ত মাখা কাপড় চোপড় এস আই আব্দুল মালেক জব্দ করিয়াছে বলিয়া তাহার সাক্ষ্যে বলেন এবং তিনি জব্দ তালিকায় স্বীকার করেন। সাক্ষী আরো বলে যে, জখমী আঃ সালামের (রায় পাতা ৬) গায়ের পিছনে ২/৩টি লাঠির বাড়ি দিয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, জখমী সালামের হাতের ৪টি আংগুল অল্প আটকা ছিল এবং আংগুল গুলি এখনও নড়ে চড়ে না। এই সাক্ষীকে আসামী পক্ষ হইতে সাজেশন দেওয়া হয় যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে মিথ্যা মোকদ্দমা করা হইয়াছে। সাক্ষী সাজেশন সত্য নয় বলিয়া দাবী করে। জেরায় সাক্ষী স্বীকার করে যে, আসামি ফজলু যে তাহার মটর সাইকেল ছিনতাই করিয়া তাহাকে ভিকটিম সালামের বাড়ীতে আটক করিয়া রাখিয়াছে এবং পুলিশ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সালামের বাড়ী হইতে উদ্ধার করিয়াছে এই অভিযোগে থানায় ৩(১)৯৩ নং মামলা দায়ের করিয়াছে। *২নং সাক্ষী ভিকটিম নিজেও তাহার সাক্ষ্যে এজাহারের কাহিনী স্বীকার করিয়াছে এবং বলে যে, ঘটনার দিন মেম্বার চকিদার ও অন্যান্য লোকজন সহ গাজীখালীর কাজ দেখিতে যান এবং যাওয়ার সময় সুরেশের বাড়ীতে মটর সাইকেল রাখিয়া যান। বিকাল ৪.০০ টার সময় বাড়ী আসার পথে মটর সাইকেলটি নিয়া মাঠে নামেন। পশ্চিম দিক হইতে তখন আসামীরা তাহার কাছে আসে। আসামী লুৎফর জ্যাকেট পরা ছিল এবং অপর আসামীগণ চাদর পরা ছিল। আসামীগন তাহকে ঘেরাও করিয়া দাড়ায় এবং লুৎফর তাহার উদ্দেশ্যে ''খানকির বাচ্চা তোকে শেষ করিতে আইছি'' বলিলে ভিকটিম পিছনের দিকে দোড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করে। আসামী ফজলু তাহার মাজার নিচে লাঠি দিয়া বাড়ি দিলে তিনি ইরি ক্ষেতের ড্রেনে পড়িয়া যান। তারপর লুৎফর রামদা দিয়া তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া কোপ দিলে এবং ভিকটিম ইহা হাত দিয়া ফিরাইতে গেলে তাহার হাতের ৪টি আংগুল কাটিয়া চামড়া ঝুলিতে থাকে। পরে লুৎফর বাম হাতের পাখনায় কোপ দেয় এবং তিনি রক্তাক্ত জখম হন। সাথে সাথে আসামি মালেক, বাশার, ফজলু লাঠি দিয়া তাহাকে বাড়ি দেয়। তাহার চিৎকারে সাক্ষী মাহাবুব আসে এবং সে আসামীদের লাঠির আঘাতে জখম হয়। ফলে সাক্ষী সফিকুলের গায়ের শার্ট দিয়া তাহার হাত মুড়াইয়া তাহাকে প্রথমে সিংগাইর হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানে ডাক্তার থানার ও,সি ও টিএনও কে খবর দেয় পরে উক্ত হাসপাতাল হইতে ঢাকা পংগু হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঢাকায় নেওয়ার পূর্বে তাহাকে সিংগাইর থানায় নেওয়া হয়। সেখানে এজাহারকারী বাদীর সাথে তাহার দেখা হয় এবং সকলের সামনে বাদীকে ঘটনার কথা বলেন। তিনি ১৮.০১.৯৩ ইং তারিখ হইতে ২৮.০২.৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত পংগু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সাক্ষী আরো বলেন যে, থানায় তাহার গায়ের জাম্পার, ট্রেট্রন শার্ট, লুংগী এবং এক জোড়া রক্তাক্ত মোজা দারোগা সীজ করেন। সাক্ষী জব্দকৃত রক্তাক্ত কাপড় চোপড় আদালতে সনাক্ত হিসাবে চিহ্নিত করেন। সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্যদানের সময় জখমী হাতটি দেখাইয়া বলেন যে, তাহার বাম হাতের তালু এবং আংগুল এখন কাজ করে না। সাক্ষী বলেন যে, সন্ধ্যা ৭.০০ টায় থানায় যান ঐ সময় রক্তাক্ত শার্টটি তাহার গায়ে ছিল। সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, আসামী ফজলু থানায় ৩(১)৯৩ নং মামলা করিয়াছে তবে ফজলু মাইরধর করিয়া তাহার মটর সাইকেল নিয়া এই সাক্ষী অর্থাৎ ভিকটিমের বাড়ীতে আটক রাখা হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি জানেন না। *এজাহারের বক্তব্য ১নং সাক্ষীর সাক্ষ্য, ভিকটিম আঃ সালামের সাক্ষী, জব্দ তালিকার বর্ণনা সিংগাইর থানার মেডিকেল অফিসার ৭নং সাক্ষী ডাঃ রেজা মোঃ জামানের সাক্ষ্যের এবং তাহার প্রদত্ত ভিকটিমকে চিকিৎসা করার সমর্থনে তদন্তকালে প্রদত্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট (প্রদর্শনী-৫) ইত্যাদি পর্যালোচনায় কোন অসংগতি লক্ষ্য করা যায় না বরং এজাহারের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য (রায় পাতা-৭) করা যায়। জেরায় আসামীপক্ষ কোন অংসগতি বাহির করিতে পারেন নই।* *ইহা ছাড়াও ঘটনার প্রত্যক্ষ ৫নং সাক্ষী মাহাবুব এবং অন্যান্য সাক্ষীগনও তাহাদের জবানবন্দিতে এজাহারে বর্ণিত ঘটনার যে বিবরন তাহা সমর্থন করিয়াছ। জেরায় আসামী পক্ষ মূল অভিযোগের বিষয়ে কোন অসংগতি বাহির করতে পারেন নাই। বরং*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দেখা যায় যে, ভিকটিম আঃ সালাম জখম হওয়ার বিষয়টি জেরায় প্রসিকিউশনের পক্ষ প্রদত্ত সাজেশন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে যদিও এই বিষয়ে তাহাদের সাজেশন পরস্পর বিরোধী। তাহারা একবার বলে যে, মাটি কাটার কাজ তদারকের সময় কোদালের আঘাতে ভিকটিম জখম হইয়াছে আবার অন্যত্র বলা হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের বিষয় নিয়া ঝগড়া এবং মারামারিতে ভিকটিম জখম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামী পক্ষের এই পরস্পর বিরোধী সাজেশন শুধু তাহাদের আত্মরক্ষামূলক বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমান করে না পরোক্ষভাবে তদ্বারা এজাহারের বক্তব্যই যে সত্য তাহা সমর্থন করা হয়। সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, বর্তমান আপীল্যান্ট আসামীগন যেভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে ভিকটিম আঃ সালামকে ধারালো অস্ত্র অর্থাৎ আংগুলের ডান হাতের কনুইয়ের উপর মারাত্মক জখম করিয়াছে, ইহা সাক্ষীগন তাহাদের সাক্ষ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সমর্থন করিয়াছে এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেটও ডাক্তারদের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। মোকদ্দমার অপর আসামী ফজলুকে বিজ্ঞ এ,ডি,এম, খালাস করিলেও যেহেতু ফজলু এই আপীল মোকদ্দমার পক্ষ নহে এবং উক্ত খালাস আদেশের বিরুদ্ধে আরো একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ১৮/৯৩ দায়ের করা হইয়াছে এমতাবস্থায় এই আপীল মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করিতে গিয়া ফজলুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষীগন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রমান করিতে পারিয়াছে কিনা কিংবা ফজলুকে খালাস দানের আদেশ আইন সংগত হইয়াছে কিনা সেই বিষয়টি আলোচনা করা সংগত হইবে না। অপর আসামী ফজলুকে খালাস দেওয়ার কারনে এই মোকদ্দমার আপীল্যান্ট আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসার কারণ নাই। কারণ সাক্ষীগন তাহাদের সাক্ষ্যে প্রত্যেক আসামি কথিত ঘটনার সময় কিভাবে অংশ গ্রহন করিয়াছে বা তাহাদের ভূমিকা কি ছিল এই মর্মে পৃথক ও স্পষ্ট বক্তব্য রাখিয়াছে। *সুতরাং নিম্ন আদালতের প্রদত্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য এবং দালিলিক প্রমান ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আদালতের রায়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষন করিয়া যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন ঘটনাগত প্রশ্নে নিম্ন আদালত যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে তাহাতে কোন ক্রটি হইয়াছে বলিয়া এই আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় না। যদিও আপীলের দরখাস্তে বলা হয় যে, ঘটনাস্থলের রক্তমাখা মাটি জব্দ করা হয় নাই বা সিংগাইর হাসপাতালে ভিকটিমকে চিকিৎসার সনদ পত্র ৩ মাস পরে নেওয়া হইয়াছে। অথবা ঢাকার পংগু হাসপাতালের কোন ডাক্তার আসিয়া ভিকটিম পংগু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষী প্রদান করে নাই। কিন্তু প্রাসংগিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় উল্লেখিত কারণে প্রসিকিউশনের মোকদ্দমার তেমন কোন ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া এই আদালত মনে করে না। কারণ সিংগাইর হাসপাতালের ডাক্তার যে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা তদন্তকারী কর্মকর্তার তলব মতে তদন্তের সময় দেওয়া হইয়াছে ইহা বেআইনী কিছু নহে। অধিকন্তু উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট-এর বিষয় বস্তু ডাক্তার নিজে প্রমান করিয়াছেন এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট-এ জখমি অর্থাৎ ভিকটিমের শরীরে প্রাপ্ত জখমির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ইহার সহিত এজাহারের বক্তব্য, বাদী ও ভিকটিমসহ অন্যান্যদের বক্তব্যের মিল আছে। ফলে ঢাকার পংগু হাসপাতালের সার্টিফিকেটটি বিধি (রায়-পাতা-৮) মোতাবেক প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত না করিলেও তদ্বারা আনীত অভিযোগ মিথ্যা হইয়া যাইবেনা বা মোকদ্দমার কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ নাই। কথিত ঘটনাস্থলের রক্তমাখা মাটি জব্দ না*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হইলেও কথিত ঘটনাস্থলের যে ভিকটিম আঃ সালামকে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আক্রমন করিয়া রক্তাক্ত জখম করিয়াছে তাহা সকল সাক্ষীগন সামঞ্জস্যতার সহিত প্রমান করিয়াছে এবং তাহার শরীরের রক্তমাখা কাপড় থানায় জব্দ করা হইয়াছে। রক্তমাখা মাটি জব্দ না করার কারণে প্রসিকিউশনের মোকদ্দমার ক্ষতি হওয়ার কোন কারণ নাই।

এজাহারে বর্ণিত সুরেশ বক্সকে তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষী মানিয়াছে। কিন্তু উক্ত সাক্ষী আদালতে না আসায় শুধুমাত্র তাহার অনুপস্থিতির কারণে এজাহারের বক্তব্যকে অবিশ্বাস করার কোন সুযোগ নাই। কারণ বাদী এবং ভিকটিম ছাড়াও অন্যান্য নিরপেক্ষ সাক্ষীগন ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমান করিয়াছে।

সুতরাং প্রদত্ত সাক্ষী প্রমাণের আলোকে আসামি আপীল্যান্টদেরকে সাজা প্রদান করিয়া নিম্ন আদালত যে রায় প্রদান করিয়াছে তাহা আইন সংগত ও সঠিক বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে এবং রায়ে এই আসামীদেরকে সাজা প্রদান সম্পর্কিত অংশ রদ রহিত ও বাতিলের কোন অবকাশ আছে বলিয়া এই আদালত মনে করে না। ফলে আপীল মোকদ্দমাটি নামঞ্জুর হইবে।

সুতরাং

আদেশ হইতেছে যে,

অত্র আপীল মোকদ্দমাটি না-মঞ্জুর হইল। মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক সিংগাইর থানার মামলা নং ২(১)৯৩ এর ০৫.০৩.৯৪ ইং তারিখে প্রদত্ত রায়ে আসামী আপীল্যান্টদেরকে যে দন্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা আইনসংগত সঠিক হওয়ায় এতদ্বারা বহাল রহিত।

রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের নথী অতিসত্বর প্রেরণ করা হউক।

আমার কথামত লেখা ও শুদ্ধ করা হইল।

স্বা/-মোঃ তারিক হায়দার
অতিরিক্ত দায়রা জজ
১১.০৭.৯৪ ইং

স্বা/-মোঃ তারিক হায়দার
অতিরিক্ত দায়রা জজ
১১.০৭.৯৪ ইং

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, মানিকগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১১.০৭.৯৪ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীগণেকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।